দৈনিক বাংলা

25 JAN 1990

তারিখ ... 25 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 2 ...

01

04

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা

মাতম বিশ্বাসের সঙ্গে তার মোলাকাত হয়েছিল দূর পাল্লার এক বিরতিহীন মিনি বাসে। মাঝপথে এক অজানা ইস্টিশানে তিনি গাড়ীতে চেপেছিলেন। এটাই অবশ্য বিরতিবিহীন বাসের রেওয়াজ। মাতম যে বাসটাতে চেপেছিল সেটা অবশ্য ছিল "বিরতীবিহীন" বাস। তবে সেটাও ঐ ধরনের বাসের নিয়ম অনুযায়ী সব স্টপেজেই এমনকি স্টপেজ ছাড়াও যত্রতত্র থামছিল। এমনি এক জায়গায় বাসে উঠেছিলেন ভদ্রমহিলা।

তরুণীই বলা উচিত। কত আর বয়েস। বড় জোর বিশের সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে। রঙটা সাদা কালোর মিশেল ও নাকটা একটা চাপা হলেও দেখতে মন্দ নয়। এক ধরনের চটক আছে চেহারায়। নাকে বেশ দশাসই আকারের একটা নথ। মাতম বিশ্বাসের নানীর ঐ রকম একটা ছিল। এমনও হতে পারে যে, সেই নথের সুবাদেই এ মহিলার কপাল খুলে গিয়েছিল।

বাসে যাত্রী গিজগিজ করছে। ঠাঁই নেই কোথায়ও। তাতে অবশ্য বাসচালক কিংবা কন্ডাকটরের কিছুই এসে যায় না। ফি স্টপেজে কন্ডাকটর ও হেল্পার চিল্লাচ্ছিল "বাংলারামপুকুর, টেলিফোনখালি, বাঞ্জেকদমপুর" ইত্যাদি ইত্যাদি। যাত্রীরা গুঁতোগুঁতি করে হুড়োহুড়ি করে নামছে এবং অন্য এক-জন যাত্রী গুঁতোগুঁতি করে ঠেলাঠেলি করে উঠছে। এমনি করেই বাসে উঠেছিলেন তরুণী। মাতম বিশ্বাস পরে নাম জানতে চেয়েছিল। দমদম বিবি। দারুণ নাম বটে। নামটা ফুলেল তেলের মতো খুশবু ছড়াচ্ছে; মনে হয়েছিল মাতমের।

দরজার কাছেই ছিল মাতম বিশ্বাস। সোজা হয়ে নয়, ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে। মানে তিনটে ভাঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। হাঁটুতে এক ভাঁজ। তার ফলে নিতম্বটা পশ্চাদ্দিকে অন্য যাত্রীর পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে বিরামহীন সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তাতেও সুবিধা না হওয়ায় মাথাটা মানে ঘাড়টা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে এবং কখনও কখনও সামনে নুয়ে পড়ছিল। সামনের উপবিষ্ট যাত্রীর মাথার সঙ্গে ওর নাকের বারবার টক্কর লাগছিল।

আপনারা যারা মিনিবাস বা কোস্টার নামক স্থলচর শকটে আরোহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এই অবস্থাটা একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন। তো মাতমের নাকের সঙ্গে সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটির টাকের মিলনের যুগ এক সময় শেষ হয়ে গেল। একটি স্টেজে ভদ্রলোক নেমে গেলেন আর তিনচারজন যাত্রীর সঙ্গে রক্তপাতহীন লড়াই-এ জিতে সেখানেই জায়গা করে নিতে পারল কস্তুরীবাগান জিমনাসিয়ামের সাবেক কৃতী জিমনাস্ট মাতম বিশ্বাস। কিন্তু কপাল যাদের ফাটা তাদের চিরদিনই ফাটা। সেই স্পটেজেই উঠলেন সেই মহিলা যার নাম দমদম বিবি বলে পরে জানতে পেরেছিল মাতম।

এইখানে মাতম চরিত্র সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার। কেবল জিমনাস্টই নয় মাতম, কেবল ব্যায়ামপুষ্ট গতরই নয় ওর। কেবল বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতার মালিকানাই লাভ করেনি মাতম, মনটাও তার উদার,- বিশেষ করে নারী জাতির প্রতি ওর শ্রদ্ধা অন্তহীন। আসলে মাতম নিজেকে বাদশাহ আর্থারের রাউন্ড টেবিলের নাইট বলে মনে করে থাকে। শিভ্যাল্‌রীতে টইটুম্বুর ওর চিত্ত। নিজেকে নারীত্রাতা বলে গর্ববোধ করে সে। সে গর্বেই ওকে চেনে কস্তুরীবাগানের নাগরিকবৃন্দ। ওর ভয়ে মহল্লায় কোন মাস্তান গজাতে তো পারেইনি এমনকি আশেপাশের মাস্তানরাও ওর ভয়ে কস্তুরীবাগানে সেধোতে পারে না। কোন ছোকরা পারে না মেয়েদের উদ্দেশ্যে টিটকারি অথবা চিঠি দিতে কিংবা মেয়েদের পিছনে পিছনে সাইকেল চড়ে অশ্লীল গান গাইতে।

নারীজাতির কোন বেইজ্জইত, তাদের সঙ্গে কোন বেআদবী সইতে পারে না কস্তুরীবাগানের একমাত্র নাইট মাতম বিশ্বাস। আবার সহবতেও ওর তুলনা মেলা ভার। ওর সামনে কোন মাইয়া দাঁড়িয়ে থাকবে আর ও নিজে বসে থাকবে এসব ভাবতেই তো ওর মনটা শোকার্ত হয়ে ওঠে। অথচ সেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন এবং একগুচ্ছ পুরুষদের প্রায় মাঝখানে-এই ঘটনাটি ওর মনটাকে রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

ইতি-উতি চেয়ে দেখল মাতম, মেয়েদের আসন ভরল ভর্তি। মানে মেয়েরা তো বসেছেই, তাদের প্রত্যেকের কোলের উপর দুটো-তিনটে করে পোলাপান।

এ অবস্থায় মাতম নিজেকে প্রশ্ন করল আমি ভদ্রমহিলার জন্য আসন ছেড়ে দেব? আর প্রশ্নটির জবাব পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। কারণ ভদ্রমহিলা এই সময় ওর দিকে মুখ ফেরালেন আর তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ব্যাচিলর মাতম বিশ্বাস।

ও পার্শ্বস্থ যাত্রীর অনুমতি নিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান মহিলার কাছে ওর পরিত্যক্ত আসন ছেড়ে দেবার বাসনা প্রকাশ করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে রাজী হয়ে গেলেন এবং বসে পড়লেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ভদ্রমহিলার জন্য ও যখন আসনটি ছেড়ে দিচ্ছিল, মানে নিতম্বটা যখন কেবল উত্থান করতে যাচ্ছিল তখন উপবেশনাকারী কতিপয় যাত্রী আসনটির ওপর হামলা চালাবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ভদ্রমহিলা বসলেন। বেশ স্মার্ট নিঃসন্দেহে। মাতম আবার তিন ভাঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে এই পর্যায়ে কপাল খুলে গেল মাতমের। পার্শ্বস্থ যাত্রীর গন্তব্যস্থল ছিল পরবর্তী স্টপেজ। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মাতমকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রমহিলা যার নাম দমদম বিবি-ওর পাশে বসবার জন্য মাতমকে দাওয়াত দিলেন।

দুর্ভাগ্য এই যে, এই রকম আমন্ত্রণের জন্য মোটেও তৈরী ছিল না মাতম বিশ্বাস। সে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। বসবার বাসনা অবশ্য প্রবল ছিল দুটো কারণে। একঃ তিন ভাঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট দূর করার জন্যে এবং দুইঃ একজন মহিলার পাশে বসবার স্বর্গীয় পুলক লাভের আশায়।

তবু একটু ইতস্তত করে বসে পড়ল মাতম এবং একটু পরেই আলাপও শুরু হল। [illegible] অবশ্য। নাম তার দমদম বিবি। সাকিন হাকিমুদ্দির চালা, উপজেলা ছটাকপুকুর ও জেলা সুমুদ্দিপুর। এখন বিয়ের ফুল ফোটেনি। ঢাকায় যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার জন্য। ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে গেল মাতম।

এর পরে ঢাকায় বাসটির উপস্থিতি। বলা বাহুল্য, নিরুপদ্রবেই। যদিও তিন ঘন্টার পথ ছয় ঘন্টায় পাড়ি জমিয়েছিল। তা ওসব হয়েই থাকে বিরতিহীন বাসে। না হলে সবাই অবাক হয়। তবে সুখের বিষয়, সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেনি। যাত্রীরা সবাই সে যাত্রা নিরাপদে টার্মিনালে পৌঁছতে পেরেছিল।

তবে টার্মিনালে গাড়ী পৌঁছবার আগেই দমদম বিবি মাতম বিশ্বাসের মনের টার্মিনালে মৌরশীপাট্টা পেতে বসেছিল এবং সেই অবস্থানটাকে পাকা-পোক্ত করার প্রবল বাসনায় মাতম ভদ্রমহিলাকে ওর নাম, ধাম, পিতা ও মামা-চাচাদের নাম, দিনে ক'টা করে ডিম খায়, দোলালে হাতের গুলি কতটা বড় হয়, এ সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে ফেলেছিল, এগারোটা টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল, কখন কখন কোন কোন টেলিফোনের কাছে থাকবে তাও নিবেদন করেছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা জবাবে তার টেলিফোন নম্বরও দিলেন না। এমন কি ঠিকানাটাও না। শুধু জানিয়েছিল, ওর মামার অফিসের ঠিকানা।

মনে জব্বর ব্যথা পেয়েছিল মাতম। কিন্তু নামে মাতম হলেও কোন কিছু নিয়ে মাতম করার ব্যাডহ্যাবিট ওর নেই। দুঃখ চেপে ঘরে ফিরেছিল ছেলেটা।

এর পরে আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি মাতমের। ভদ্রমহিলা যে অফিসের ঠিকানা দিয়েছিল ছ'দিন পরেই সেখানে খোঁজ নিয়েছিল। ঐ নামে সেখানে কোন অফিসই নেই। এর পর মাতম ঢাকা শহর চষে বেরিয়েছে। না ভদ্রমহিলার খোঁপা কিংবা ঘোমটার কোনটাই চোখে পড়েনি।

খবর পাওয়া গেল মাস ছয়েক পরে। তাও খবরের কাগজের সুবাদে। আর তাতেই বুঝল, এমন উচ্চ মার্গের মেয়ের জন্য ওর মনের ইয়ে করাটাই ভুল হয়ে গেছে। বহুত খানদান আদমী। অনেক লেখাপড়া। আত্মীয়স্বজন সবাই কুতুব মিনার। কেউ কাঠের গোলার একচ্ছত্র অধিপতি, কেউ বালুর অর্ডার সাপ্লায়ার; কেউ সংবাদপত্রের মহা-সম্পাদক। সবাই কেউ কেটা এবং মাতম বিশ্বাস গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে পারল যে, সেই তরুণীটি ওদের কস্তুরীবাগানের মশহুর নাগরিক ডঃ বাহাদ্দুতুল্লা ও ডঃ ক্রামতালির অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি অনেকটা এই রকমঃ দেশের বিশিষ্ট টাইপিস্ট মোসাম্মৎ দমদম বিবি ওরফে ঘটে বিবি টাইপিং-এ অতি-উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের গভীর বাসনায় উদ্বেলিত হয়ে গত রোববার টোঙ্গা দ্বীপে যাত্রা করেছেন। তার মাতুল জনাব খবিরুল্লাহ ও অন্যতম দুলাভাই খান বোতল খান কর্তৃক প্রদত্ত এক যৌথবৃত্তির বলে বলীয়ান হয়েই তার এই বলিষ্ট অভিযান। মোসাম্মৎ দমদম বিবি সুমুদ্দিপুর জেলার ছটাকপুর উপজেলার হাকিমুদ্দির চালা ইউনিয়নের খয়ের খাঁ গায়ের সাবেক প্রভাবশালী নেতা জানবক্সের দ্বিতীয় পত্নীর সপ্তম কন্যা এবং দেশের অদ্বিতীয় সমাজসেবক মরহুম আল-গরজেলের নাতনী। এ ছাড়াও তিনি লোহাগলাবন্দরের বিশিষ্ট ইস্টক-শিল্পী সোনাউল্লাহর শ্যালিকা ও মশহুর প্রাথমিক শিক্ষিকা খয়রাত বেগমের ননদিনী। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে মোসাম্মত ঘুটে বেগম ওরফে দমদম বেগম কস্তুরীবাগানের মহানাগরিক ডঃ বাহাদ্দুতুল্লাহ ও ডঃ ক্রামতালীর পত্নীদের সাবেক বান্ধবী ও তাদের পরম ভক্ত। ঘুটে বেগমই বস্তুত ওদের পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দিয়ে থাকেন। তিনি এখন অবিবাহিতা।

মোসাম্মৎ দমদম দেশবাসীর দোয়া-প্রার্থী।

এই বিজ্ঞপ্তি পাঠের পর মাতম ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং এমন স্বর্গীয় স্তরের তরুণীর জন্য তার মতো মর্তের জীবের যে হাহুতাশ করা উচিত নয় অচিরেই সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। তবে ভদ্রমহিলার মনোবাসনা যাতে পূর্ণ হয়, সে জন্য তাকে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেছিল।

—খোন্দকার আলী আশরাফ